প্রশংসিত সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্সে এবং বিভিন্ন ইন্টারভিউতে ফরিদুর রেজা সাগর এবং ইন্তেখাব মাহমুদ 'সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড ২০০৪' সম্পর্কে বলেছেন, 'শুধু সঙ্গীত নিয়ে দেশে এই প্রথম অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। তাই ভুলত্রুটি হবে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা শুধু চেষ্টা করছি দেশীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষে এগিয়ে আসতে। পাশাপাশি অ্যাওয়ার্ড প্রদানে বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে।'

২৮ জুলাই সন্ধ্যায় হোটেল সোনারগাঁর বলরুমে অনুষ্ঠিত এ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তাদের বলা শেষের কথাগুলো যতোটা মিলে গেছে দর্শক-প্রত্যাশার সঙ্গে, ঠিক ততোটা মেলেনি বক্তব্যের প্রথম অংশের সঙ্গে। আশ্চর্যজনকভাবে 'সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড-২০০৪' অনুষ্ঠানটি বড় কোনো ভুলত্রুটি ছাড়াই সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো।

সঙ্গীতের মিলনমেলা, অ্যাওয়ার্ড প্রদানে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নিরপেক্ষতার পাশাপাশি গুণী সঙ্গীত শিল্পীদের প্রথমবারের মতো কোনো অনুষ্ঠানে সরব উপস্থিতি- সবই ছিল সেদিন সেই অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে।

সন্ধ্যা ৬টায় বলরুমে ঢুকতে লবিতেই দেখা গেলো গুণী সঙ্গীতজ্ঞ আর সঙ্গীত শিল্পীদের সরব আড্ডা। পাশে বসে তিন যন্ত্রী বাজালেন ঢোল, একতারা আর খঞ্জনি। পুরো আবহটাই যে কাউকে মুগ্ধ করার মতো। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় যদি সঙ্গীত-সংশ্লিষ্ট কাউকে রাখার কথা ভাবতেন আয়োজকরা- তাহলে হয়তো আরেকটু ভালো হতো।

মনির খান শিমুল আর মেহজাদ গালিবের উপস্থাপনায় সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় কিরণ চন্দ্র রায় আর ২০ জন যন্ত্রীর 'টাকডুম টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল' গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশের প্রথম মিউজিক অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম। লোকসঙ্গীত শিল্পী আব্দুর রহমান বয়াতীকে আজীবন সম্মাননা দেয়ার মধ্য দিয়ে অ্যাওয়ার্ড প্রদান শুরু হয়। ফরিদুর রেজা সাগর এবং ইন্তেখাব মাহমুদ তাকে ১ লাখ টাকার চেক আর ক্রেস্ট প্রদান করেন। এর আগে প্রয়াত শিল্পী আব্দুল লতিফ, খালিদ হাসান মিলু, ইমরান আহমেদ চৌধুরী মবিন এবং নাফিসার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর জুটি বেঁধে একে একে ১৩টি ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রুনা লায়লা-আলমগীর, সুধীন দাশ-ফেরদৌসী রহমান, শেখ সাদী খান-শাহনাজ রহমতউল্লাহ এবং আফজাল হোসেন-আবিদা সুলতানা। অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ফাঁকে ফাঁকে পারফর্ম করেন রুনা লায়লা, সুবীর নন্দী, শাকিলা জাফর, কুমার বিশ্বজিৎ, ফেরদৌস ওয়াহিদ, পিলু মমতাজ, মাকসুদ, মানাম আহমেদ, মেহ্‌রীন, হাবিব এবং টিনটিন। অনুষ্ঠানের শেষ দিক রেনেসাঁ'র বিখ্যাত 'আজ যে শিশু' গানটিতে রেনেসাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দেন রথীন্দ্রনাথ রায়, তারাব আলী দেওয়ান, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং ইয়াসমিন মুশতারী। রাত পৌনে ১০টায় এই আশাবাদী গানটির মধ্য দিয়েই 'সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড-২০০৪'-এর ঝলমলে আসরের সমাপ্তি ঘটে। ফেরার পথে সব দর্শকদের হাতে ছিলো চ্যানেল আই-সিটিসেলের দেয়া উপহার- বাঁশি, ডুগডুগি, একতারা আর মঙ্গল প্রদীপ।

শেখ মনজু

`kKmwi‡Z ZviKviv

UvKWg UvKWg evRvB evsjv‡`‡ki †Xvj

উইনার্স লিস্ট

আজীবন সম্মাননা- আব্দুর রহমান বয়াতী
১. শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীত শিল্পী- মোস্তফা জামান আব্বাসী
২. শ্রেষ্ঠ মরমী সঙ্গীত শিল্পী- ফরিদা পারভীন
৩. শ্রেষ্ঠ সিনেমার গান- আমি তো প্রেমে পড়িনি (ব্যাচেলর)
৪. শ্রেষ্ঠ নজরুল সঙ্গীত শিল্পী - শাহীন সামাদ
৫. শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী- রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা
৬. শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী- অনিল কুমার সাহা
৭. শ্রেষ্ঠ আধুনিক গান শিল্পী- বাপ্পা মজুমদার
৮. শ্রেষ্ঠ গীতিকার- কবির বকুল (কেউ প্রেম করে)
৯. শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক- আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
১০. শ্রেষ্ঠ মিউজিক ভিডিও- হাবিব-দ্য হিট কালেকশন
১১. শ্রেষ্ঠ ব্যান্ড- রেনেসাঁ
১২. শ্রেষ্ঠ পপসঙ্গীত শিল্পী- জেম্‌স
১৩. শ্রেষ্ঠ নবাগত শিল্পী- সুমনা বর্ধন